সাতদিন

১২ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ জুনের পূর্বে যাতে সংসদ নির্বাচন হতে পারে এমন একটি উপযুক্ত সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। প্রধানমন্ত্রীর এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী জানান, ক্ষমতাসীন দলের কিছু শীর্ষ নেতা ও মন্ত্রীর মেয়াদ পূরণের পরামর্শ সত্ত্বেও শেখ হাসিনা ১২ জুনের আগে নতুন করে নির্বাচনী রায় গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের মিছিল ও সমাবেশ হতে এবং লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠক শেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সরকারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করে মে মাসের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

১৩ মার্চ : জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান তিন দিনের সফরে ঢাকা পৌঁছান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে কফি আনান এই সফরে এসেছেন। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জাতিসংঘ মহাসচিবকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ।

১৪ মার্চ : জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আলোচনা হয়েছে। গাজীপুরে বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী এক মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

জিম্মি সংকট নিরসনে উভয়পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৫ মার্চ : এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার প্রথম দিনে ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষা চলাকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, পরিদর্শক এমনকি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সামনে নকলের মহোৎসব চলেছে। সারাদেশে বহিষ্কৃত হয়েছে পাঁচ সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী।

বাংলাদেশে তিন দিনের সফর শেষ করে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান নয়াদিল্লির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন।

১৬ মার্চ : বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া অবিলম্বে সরকারকে পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য পুনরায় দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মে মাসেই নির্বাচন দিতে হবে।

মিরপুর টোলারবাগে পুলিশের ধাওয়া খেয়ে পানিতে ডুবে মনির হোসেন নামে এক যুবক মারা গেছে।

১৭ মার্চ : অবশেষে এক মাসের জিম্মি নাটকের অবসান ঘটেছে। তবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হয়নি।

এই নাটকের যবনিকাপাত হয়েছে কমান্ডো অপারেশনের মধ্য দিয়ে।

পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় এবং সরকারি ও বেসরকারিভাবে ব্যাপক কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে কৃতজ্ঞ জাতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৮২তম জন্মদিনে জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করেছে।

১৮ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সরকার পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্ষার আগেই নির্বাচন দিতে প্রস্তুত। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের অবিলম্বে তার সরকারের পদত্যাগের দাবি নাকচ করে দেন।

জিম্মি নাটক রহস্যময় কমান্ডো অভিযান

পৃথিবীর অনেক দেশেই জিম্মি মুক্তির পর তাদেরকে প্রেসের সামনে আনা হয়। যার থেকে জানা যায় পেছনের খুঁটিনাটি যাবতীয় বিষয়। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বাংলাদেশ... লিখেছেন **গোলাম মোর্তোজা**

মুক্তি পেয়ে ফিরে আসছেন তিন বিদেশী

জিম্মিরা মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু নাটকের অবসান হয়নি। কীভাবে মুক্তি পেল জিম্মিরা? সেই রহস্যের কূল-কিনারা করতে পারছে না মানুষ।

তিন বিদেশী জিম্মি মুক্তি পাওয়ার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোঃ নাসিম বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায়, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে জিম্মিরা মুক্তি পেয়েছে। গভীর রাতে সাংবাদিক সম্মেলন করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদও বলেছেন, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জিম্মিরা মুক্তি পেয়েছে। তিনিও বলেছেন, কৃতিত্ব সব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার।

আর্মির কমান্ডো অভিযানের বিষয়ে তিনি বলেছেন, 'এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই।'

কিন্তু আর্মির দাবি, তারা কমান্ডো অভিযান চালিয়ে তিন বিদেশী জিম্মিকে মুক্ত করেছে। আর্মির এই দাবির ফলে জিম্মি বিষয়ে 'হযবরল' অবস্থা জিইয়ে রয়েছে। হাজারো প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে আর্মির 'রহস্যময়' কমান্ডো অভিযান।

আর্মি বলেছে, তারা অপহরণকারীদের চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। তারপর হ্যান্ড মাইকে জিম্মিদের ছেড়ে দেয়ার আহ্বান জানায় অপহরণকারীদের উদ্দেশে। নাটকের এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। এর পরের অংশটিই পড়েছে প্রশ্নবোধক চিহ্নের সামনে।

আর্মি দাবি করছে, ঘেরাও করে রেখে তারা একশ' রাউন্ডের বেশি গুলিবর্ষণ করে। প্রতি-উত্তর দেয় অপহরণকারীরাও। কিছুক্ষণ পর গুলি করা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আর্মি বুঝতে পারে অপহরণকারীরা পালিয়ে গেছে। আর্মি একটি কুঁড়ে ঘরের ভেতর থেকে কিছুটা আতঙ্কিত অবস্থায় থাকা তিন বিদেশী জিম্মিকে উদ্ধার করে।

প্রশ্ন হলো, চারদিক থেকে ঘেরাও করে রেখে ফাঁকা গুলিবর্ষণ করল কেন আর্মি? এর নাম কী কমান্ডো অভিযান? ফাঁকা গুলির আওয়াজ শুনে অপহরণকারীরা যদি জিম্মিদের কোনো ক্ষতি করতো? এর দায়-দায়িত্ব কী নিত আর্মি ?

আর্মির দাবি অনুযায়ী চারদিক থেকে ঘেরাও করে তারপর গুলি করেছে তারা। কিন্তু কমান্ডোরা ঘেরাও করে রাখার পরও অপহরণকারীরা পালালো কীভাবে?

এই প্রশ্নের উত্তর কী?

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা হলে এই প্রশ্নের উত্তর থাকতে পারত।

কমান্ডো অভিযানই প্রমাণ করে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা হয়নি। সমঝোতা হলে অপহরণকারীদের পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়াটা ঠিক ছিল। কিন্তু কমান্ডো অভিযানের পর অপহরণকারীদের পালিয়ে যাওয়া ঘটনাটা কেউ স্বাভাবিকভাবে মানতে পারছে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের এই জিম্মি ইস্যুতে শুরু থেকেই আর্মির ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। গহীন জঙ্গলে হাজারো প্রতিকূলতার মাঝে তারা দীর্ঘ একমাস কর্ডন করে রেখেছিল অপহরণ-কারীদের। সারা দেশের মানুষ তাদের এই ভূমিকার প্রশংসা করেছে। কিন্তু নাটকীয় বিতর্কিত কমান্ডো অভিযান আর্মির সেই ভাবমূর্তি ম্লান করে দিয়েছে।

অপহরণ ঘটনার এক পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সন্তু লারমা বলেছিলেন, 'জিম্মি অপহরণ ঘটনা সরকারের সাজানো নাটক।' এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো সরকারের ভেতর থেকে। এছাড়া সাধারণ মানুষও তখন এই বক্তব্য পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি। কিন্তু এখন অনেকেই আর সন্তু লারমার বক্তব্য অবিশ্বাস করছে না।

অপহরণের ঠিক এক মাস পর ১৭ মার্চ ভোরে মুক্তি পেয়েছে তিন জিম্মি। জানা যায়, যে রাতে অপহরণকারীরা আট-দশ ঘন্টা হেঁটে জিম্মিদের নিয়ে ভোরবেলা হাজির হয় কাউখালী। মধ্যস্থতাকারী যাদের হাতে তুলে দেয়ার কথা ছিল, অপহরণকারীরা তাদের হাতে জিম্মিদের না দিয়ে অন্যদের কাছে জিম্মিদের ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। যাবার সময় অপহরণকারীরা এক রাউন্ড গুলি করে বলে জানা যায়। ভোরে খবর পেয়ে আর্মি ঘটনাস্থলে পৌছায়। যে ঘরে তিন জিম্মি ছিল সে ঘরের চারদিকে অবস্থান নিয়ে বিশ-পঁচিশ রাউন্ড গুলি করে। তারপর ঘর থেকে তিন বিদেশীকে উদ্ধার করে আর্মি।

এই হলো আর্মির কমান্ডো অভিযান!

উদ্ধারের পর তিন বিদেশীকে প্রেসের সঙ্গে কোনো কথা বলতে দেয়া হয়নি। এই বিষয়টিও রহস্যজনক। সব সময় কী যেন একটা লুকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। যার থেকে প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে প্রশ্ন।

পৃথিবীর অনেক দেশেই জিম্মি মুক্তির পর তাদেরকে প্রেসের সামনে আনা হয়। যার থেকে জানা যায় পেছনের খুঁটিনাটি যাবতীয় বিষয়। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বাংলাদেশ। রাজনৈতিক-সামরিক-প্রশাসনের দ্বন্দ্বে এমনিতেই গত একমাসে বাংলাদেশকে অনেকবার হাস্যকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে। বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে চরমভাবে। বর্তমান বিশ্বে কোনো তথ্যই লুকানো বা গোপন করা যায় না। সেই চেষ্টা না করাই ভালো। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমরা সেই চেষ্টাই করছি।

নির্বাচন ২০০১

হাওয়া বদলের হাওয়া

বিরোধীদল নেত্রীর মে মাসে নির্বাচনের দাবি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জুন মাসে নির্বাচনে রাজি থাকার কথা ঘোষণা তাদের আন্দোলনের পালের হাওয়া কেড়ে নিয়েছে। বিরোধী চার জোট এখন নির্বাচনে আসনসংখ্যা বন্টন কি হবে সে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। চারদল তো বটেই, অন্য দলগুলোর মধ্যেও এটাই প্রধান আলাপ... লিখেছেন **অনিরুদ্ধ ইসলাম**

ঈদের আগেও দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে টানটান উত্তেজনা ছিল। সরকারের পদত্যাগ আর নির্বাচন প্রদানের দাবি নিয়ে বিরোধীদল প্রস্তুতি নিচ্ছিল ঈদের পরপরই লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি দেয়ার। কিন্তু ঈদের ছুটির ক'দিনের মাঝেই সব পাল্টে গেল। রাষ্ট্রপতির সাথে ঈদের সাক্ষাৎ করতে গিয়ে বিরোধীদল নেত্রী বেগম জিয়া তাকে মে মাসে নির্বাচন দেয়ার কথা জানালেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার হজব্রত শেষ করে দেশে ফেরার আগেই মদিনায় বসে ঘোষণা দিলেন যে তার দল বারোই জুনে যখন ছিয়ানব্বইয়ের নির্বাচন

'বর্ষার আগেই নির্বাচন, তবে সকল বিষয় ফয়সালার পর'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১৮ মার্চ, গণভবন

'মে মাসেই নির্বাচন চাই। সরকারকে এ মুহূর্তেই পদত্যাগ করতে হবে'

খালেদা জিয়া

১৬ মার্চ, জিয়া বিমানবন্দর

হয়েছিল সে সময়েই নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। দেশে ফিরেও তিনি একই কথা বলে চলেছেন। বিরোধীদল নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রধামন্ত্রীর এই ঘোষণাকে চীন থেকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে জনগণের আন্দোলনের বিজয় বলে অভিহিত করেছেন। নির্বাচনের তারিখ ও অন্যান্য বিষয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হলেও নির্বাচনের সময় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদল নেত্রীর এই আপাত ঐকমত্য দেশের রাজনীতিতে নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। রাজনীতি, প্রশাসন, মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড সব ক্ষেত্রেই হাওয়া বদলের হাওয়া বইছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরেধীদল নেত্রীর মে মাসে নির্বাচন দেয়ার দাবির জবাবে জুন মাসে নির্বাচনে প্রস্তুত বলে যে ঘোষণা দেন তাতে দলের মন্ত্রীরাও কিছুটা হতবাক হয়ে পড়েন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বিরোধীদল নেত্রীর দাবিকে 'রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজি' বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। দলের শক্তিধর মন্ত্রীরা ঈদের সময় নিজেদের নির্বাচনী এলাকায় গণসংযোগকালে দাবি করেন যে নির্দিষ্ট সময়ের আগে সরকারের পদত্যাগের কোনোই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর তারা এখন নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের কাজ তড়িঘড়ি করে শেষ করতে চাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বেশ তাড়াহুড়ো বেধে গেছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের খালকাটা, বাঁধ সংস্কার ইত্যাদির জন্য এক লাখ টন গমের মধ্যে চল্লিশ হাজার টন গম ছাড় করা হয়েছিল। বাকি ষাট হাজার টন গমের ছাড় ছিল না। এখন ঐ গমের ছাড়

করিয়ে সেগুলো দ্রুত বিতরণ করা হচ্ছে দলীয় সংসদ সদস্য ও কর্মীদের মাঝে। জানা গেছে, এই গম বরাদ্দে সংসদ সদস্যরা প্রতিদিন দু' হাজার থেকে তিন হাজার টাকা রাখছেন। কয়েক শ' টন গম বরাদ্দ করতে পারলেই তাদের নির্বাচনী খরচের বেশ কিছুটা উঠে আসবে। তাছাড়া দলীয় কর্মীরাও গম বরাদ্দে লাভবান হবেন। একই কথা স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে। সেখানেও গম বরাদ্দ ছাড়াও রাস্তা বরাদ্দের ধুম পড়ে গেছে। বরাদ্দকৃত রাস্তার জন্য টাকা না থাকলেও ঐ বরাদ্দের তালিকা নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জোর তাগিদ চলছে স্কুল ডেভেলপমেন্টের বরাদ্দের জন্য। স্থানীয় সংসদ সদস্যরা তাদের জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের কাছে ভিড় জমাচ্ছেন। মন্ত্রণালয়গুলোর কাছে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ রয়েছে দ্রুত এসব উন্নয়ন প্রকল্পের গম ও টাকা ছাড় করার জন্য। আগে হিসাব ছিল জুলাই মাসের আগে সব কাজ সম্পন্ন করা হবে। এখন জুনে নির্বাচন হলে সরকারকে এপ্রিলে পদত্যাগ করতে হবে বিধায় সবখানেই তাড়াহুড়া।

প্রশাসনও হঠাৎ করেই কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাদের কেউ কেউ নিজেদের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করার জন্যও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নির্বাচনকে মাথায় রেখে জেলা প্রশাসনকে বেশ আগেই পুনর্বিন্যস্ত করেছে। এখন তাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য জেলা পরিষদের মুখ্য কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই আমলারা দলের প্রতি আনুগত্যের পরিচয়ে জেলা প্রশাসনে নিয়োগ পেলেও এখন আর নিজেদের সেভাবে পরিচিত করতে রাজি নন। কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার এলে প্রথমে প্রশাসনের ক্ষেত্রেই রদবদলের দাবি উঠবে। আর সে ক্ষেত্রে তাদের ওপরই খড়গাঘাত পড়বে। বছরের মাঝখানে ছেলেমেয়ে নিয়ে তারা অন্যত্র যেতে রাজি নন। তাছাড়া আমলা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসে তার অনুগত লোক হিসাবেই নিজেদের পরিবর্তন করে নেয় তারা। নির্বাচনের হাওয়া শুরু হয়ে যাওয়ায় তাদের মধ্যেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে।

তবে নির্বাচনের সময় সম্পর্কে এই ঐকমত্য রাজনীতির আবহটাই পাল্টে দিয়েছে সর্বাধিক। চারদলের বিরোধী জোট ঘোষণা করেছিল সরকারকে পদত্যাগ করার জন্য তারা নির্বাচনের পর কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করবে। কিন্তু বিরোধীদল নেত্রীর মে মাসে নির্বাচনের দাবি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জুন মাসে নির্বাচনে রাজি থাকার কথা ঘোষণা তাদের আন্দোলনের পালের হাওয়া কেড়ে নিয়েছে। বিরোধী চার জোট এখন নির্বাচনে আসনসংখ্যা বন্টন কি হবে সে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। চারদল তো বটেই, অন্য দলগুলোর মধ্যেও এটাই প্রধান আলাপ।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগেও নির্বাচনে মনোনয়ন নিয়ে আলোচনা চলছে। নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু করার আগে এ মাসের মধ্যভাগ থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফ থেকে গ্রুপ করে বিভিন্ন জেলায় যাবার কথা ছিল। প্রধানমন্ত্রীর জুন মাসে নির্বাচনের ঘোষণার ফলে আপাতত সে বিষয় স্থগিত করা হয়েছে। আগামী ৩০ মার্চ ঢাকায় আওয়ামী লীগের জনসভা থেকে দলের নির্বাচনী কৌশলের ঘোষণা দেয়া হবে। তারই প্রস্তুতি চলছে এখন।

বিএনপি অবশ্য সরকারের পদত্যাগের ব্যাপারে নিশ্চিত নয়। তারা মে মাসের মধ্যেই সরকারের পদত্যাগ চাচ্ছে এবং সেই লক্ষ্যে ২১ মার্চ পল্টনে চারদলের সমাবেশ থেকে সময়সীমা বেঁধে দিয়ে আল্টিমেটাম দেবে। সরকার সে কথা

দে • য়া • ল • লি • পি

প্রধানমন্ত্রীর ভ্রাতুস্পুত্র বৈত নয়!

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ভ্রাতুস্পুত্রদের সংবাদের বাইরে রাখতে পারছেন না। ভাড়া করা বাড়ি দখল করতে গিয়ে প্রথম সংবাদ হয় চীফ হুইপ পুত্র সাদিক আবদুল্লাহ। পুলিশি অ্যাকশনের ভয় দেখিয়ে তাকে নিবৃত্ত করা হয়। এরপর তার ছোট ভাই আশিক আবদুল্লাহ আরেকজনের বাড়ি ঢুকে তার ছেলে দারোয়ানকে মারপিট করলে সেই মামলায় তাকে কয়েক দিনের জন্য জেলে যেতে হয়। এবার অবশ্য তার চেয়ে বড় অপরাধ করেও আইনের হাত থেকে বেঁচে গেল বড় ভাই সাদিক। গভীর রাতে একদল নারী শিশু বহনকারী জিপ তাড়া করে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। জিপকে লক্ষ্য করে কয়েকবার গুলিও ছুড়েছিল। যে কেউ হতাহত হতে পারত। কিন্তু ক্যান্টনমেন্টের সেনাসদস্যরা তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেও নির্বিঘ্নেই সে বেরিয়ে আসে গুলশানের থানা থেকে। গুলশান থানার ওসি'র সাফ জবাব– আক্রান্তরা কোনো মামলা করেনি। আক্রান্তদের বক্তব্য, মামলা করে আমরা সবাই জানমাল খোয়াব নাকি। হাজার হোক সাদেক আবদুল্লাহ প্রধানমন্ত্রীর ভ্রাতুস্পুত্র বৈত কেউ নয়। এখানে আইন চলবে কেন!

আমলাচরিত

চাকরি থাকাকালীন যে আমলা বেসরকারিকরণের বিরোধিতা করেন তিনিই আবার চাকরি শেষে তার প্রধান প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ান। এই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী জাফরুল্লাহ। তবে কেবল বেসরকারিকরণের ক্ষেত্রেই নয়, সব ক্ষেত্রেই আমলাদের একই ব্যবহার। যে রাজনীতিকদের চেয়ারে থাকা অবস্থায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন আমলারা সেই রাজনীতিক হওয়ার জন্যই প্রতিযোগিতা শুরু করেন চাকরি শেষে। জানা গেছে, এবারের নির্বাচনে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয় দল থেকেই বেশ বড় সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত আমলারা নির্বাচনে মনোনয়নের জন্য চেষ্টা করছেন। তার জন্য তারা চাকরি থাকতেই নির্বাচনী এলাকায় কাজ করেছেন। এখন নির্বাচনে মাঠে নামার অপেক্ষা।

খেতাব আর পদকের ভার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খেতাব আর পদকের ভার আর বইতে পারছেন না। তাই তাঁকে দেয়া এসব খেতাব ও পদক তিনি বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছেন। মাত্র একদিন আগে খোদ রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে 'ডক্টর অব সায়েন্স' ডিগ্রি নেয়ার পর তিনি ভূষিত হলেন আফ্রো-এশীয় মানবাধিকার আইনজীবী ফেডারেশনের ২০০০ সালের 'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের' পদকে। বিনয়াবনত প্রধানমন্ত্রী এসব খেতাব ও পদক গ্রহণ করতে সাগ্রহে রাজি হলেও এর ভার যে তিনি সইতে পারছেন না সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন উদ্যোক্তাদের। কারণ এর জন্য যে খরচ দিতে হয় ক্ষমতায় থাকার কারণে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সেটা দেয়া সম্ভব হলেও ক্ষমতা ত্যাগের পর আর সম্ভব হবে না। সুতরাং আগেভাগেই খেতাব পদকের ব্যাপারে তার অনাসক্তির কথা জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

বিশ্বব্যাংকের জো-হুজুরি

বিশ্বব্যাংকের সংস্কার কর্মসূচি কোন সরকারের আমলে কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত করেছে সে নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিলেন বিএনপি ও আওয়ামী লীগের অর্থমন্ত্রীরা। উভয়েই দাবি করেছেন যে, তাদের আমলেই সংস্কার কর্মসূচি ভালোভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের কাঠামোগত সংস্কারে নিরীক্ষায় সাপ্রি'র (SAPRI) তরফ থেকে বলা হয়েছে বিশ্বব্যাংকের ঐ সংস্কার কর্মসূচির কোনো গুরুত্বই নেই। তবে এ ধরনের মন্ত্রী-আমলাদের 'জি-হুজুর'গিরির কারণে তা এখনও গুরুত্ব পাচ্ছে। সাপ্রির আলোচনায় অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, বাংলাদেশ এখন সাহায্যনির্ভর দেশ থেকে বাণিজ্যনির্ভর দেশে পরিণত হয়েছে। সে ক্ষেত্রেই তার সাহায্য করা উচিত। কিন্তু বিশ্বব্যাংক তা না করে উল্টা কাজই করছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের নির্বাচনের ব্যাপারে আগাম মন্তব্য করে আরও বিতর্ক বাড়িয়েছে। কিন্তু হলে কি হবে, বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীদের চাকরি এখনও বিশ্বব্যাংকের ওপরই নির্ভর করে।

না শুনলে তারা লাগাতার কর্মসূচিতে যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। বিএনপি'র কট্টরপন্থিরাও সেটা চায়। তাদের মতে, আওয়ামী লীগকে রাজপথের আন্দোলনে পরাজিত করতে না পারলে নির্বাচনে ভোটে এগিয়ে থেকেও লাভ হবে না। বিএনপি'র পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, ভোটার তালিকা সংশোধন, প্রশাসনের পুনর্বিন্যাসের দাবি রয়েছে। এ কারণেই তারা নির্বাচন কমিশিনের আহ্বানে আলোচনায় যেতে রাজি হয়নি। এখন অবশ্য তারা কেবলমাত্র নির্বাচন কমিশনার শফিউর রহমানের ব্যাপারে তাদের আপত্তির কথা জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের সাথে তাদের আলোচনায় রাজি হওয়ার কথা জানিয়েছে।

বিরোধী চারদলে নির্বাচন নিয়ে এখনও অনৈক্যের সুর রয়েছে। কারও সাথে আলোচনা না করে বেগম জিয়ার মে মাসে নির্বাচন দেয়ার দাবি চারদলের শরীকরা ভালোভাবে নেয়নি। জাতীয় পার্টির মহাসচিব বলেই বসেছিল যে সেটা বিএনপি'র ব্যাপার। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ব্যাপারে জাতীয় পার্টি তাদের আপত্তির কথা বলে চলেছে। সব শেষে 'লাঙ্গল' প্রতীক রক্ষার জন্য জাতীয় সংসদে বিভক্তি ভোট ডাকার জন্য স্পিকারকে রাজি করাতে তারা সংসদ অধিবেশনেও যোগ দিতে পারে। গত ১৮ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রেসিডিয়াম মিটিং-এ গোলাগুলির ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এ সিদ্ধান্তে জাতীয় পার্টি ইতিমধ্যে বিভক্ত। দেখা যাক এ সংকট জাতীয় পার্টিকে কোথায় নিয়ে যায়। অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না যদি জাপা নির্বাচনের আগেই সরকারের সঙ্গে কোনো আতাতে চলে যায়। সে ক্ষেত্রে চারদলের জোট নির্বাচনের ব্যাপারে বড় একটা চোট পাবে। অন্যদিকে ইসলামী ঐক্যজোট ঘোষণা করেছে যে ইসলামী ঐক্যজোটের প্রধান নেতাদের জেলে রেখে তাদের জোট নির্বাচনে যাবে না। তারা ইসলামী ঐক্যজোটের নেতাদের মুক্তির দাবিতে উনিশ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মহাসমাবেশ করবে।

নির্বাচনী হাওয়া বামদের বিকল্প জোট এগারোদলের কর্মসূচিতে পরিবর্তন না আনলেও ২০-৩১ মার্চে দেশের ছয়প্রান্ত থেকে শুরু হওয়া পদযাত্রায় তারা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি সামনে আনবে। ঐ দাবিতে তারা নির্বাচন কমিশনও ঘেরাও করবে। এগারোদল জানিয়েছে যে তারা বিকল্পের স্লোগানে নির্বাচনের মধ্যেও উপস্থিত হবে। অবশ্য আফগানিস্তান ও প্যালেস্টাইন সম্পর্কিত জাতিসংঘের কাজে অধিকাংশ সময় দেশের বাইরে থাকা এগারো-দলের নেতা ড. কামাল হোসেন নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি না হলে নির্বাচনে অংশগ্রহণের কোনো যুক্তি দেখছেন না। গণফোরাম অবশ্য নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু করেছে।

আসন্ন নির্বাচন এবং মামলা...

দেশের প্রতি প্রান্তে নির্বাচনী কাহন চলছে। বিশেষ করে বিনোদনহীন গ্রামের মানুষগুলোর মাঝে এ হাওয়া বেশি লেগেছে। বাজারগুলোতে অলস দুপুরে কিংবা সন্ধ্যা শেষে চায়ের আড্ডায় নির্বাচন তাদের মুখরিত করে তুলেছে। কিশোরগঞ্জের ডুমরাবান্দা বাজারে এমনি এক আড্ডায় তারা চান বেপারী বলে ওঠেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর বিচার না কইরা ক্যামনে নির্বাচন দেয়? একথা শোনার পর আড্ডার সকলেই বলে ওঠেন হাসিনা বাবার হত্যার বিচার করবো বইলাইতো ভোট চাইছিলো। তয় বিচার শেষ করলো না ক্যান? শুধু কিশোরগঞ্জের প্রত্যন্ত এলাকা ডুমরাবান্দার বাজারের আড্ডায় নয় রাজধানীর অভিজাত এলাকা সহ অফিস আদালতে সকল আড্ডায়ই এই প্রশ্নটা দেখা দিয়েছে।

কোরবানী ঈদের দিন বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বঙ্গ ভবনে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করে মে মাসে নির্বাচন দেওয়ার জন্য দাবি করে বসেন। এর দু'দিন পরই প্রধানমন্ত্রী সৌদি আরবে হজ পালনরত অবস্থায় বিরোধী নেত্রীর জবাবে বলেন, ১২ জুনের আগেই তাঁরা নির্বাচন করতে চান।

উল্লেখ্য বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা বা এসরকারের আমলে দায়েরকৃত মামলাগুলো এমন এক পর্যায়ে রয়েছে যা ৬ মাস থেকে ২ বছরের আগে নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। সবচেয়ে স্পর্শকাতর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ডেথ রেফারেন্সের বিভক্তি রায় হওয়ায় ৩য় বিচারপতির আদালতে এর শুনানি পড়েছে। এই শুনানি এ মাসের শেষের দিকে অথবা আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে শেষ হতে পারে। শুনানি শেষ হলে হত্যার রায় বেরুবে আগামী মাসের ২য় অথবা ৩য় সপ্তাহে।

এই রায়ের পর আসামী পক্ষের আপিলেও ডিভিশনে আপিল করার সুযোগ রয়েছে। আপিল গ্রহণযোগ্য হলে বঙ্গবন্ধু হত্যা বিচার শেষ হতে আরো ১ বছর সময় লেগে যাবে। আদালত নাকচ করে দিলে ফাঁসি কার্যকর হতে আরো দু' মাস সময় লেগে যাবে।

এদিকে জেল হত্যা মামলার মাত্র চার্জ দাখিল করা হয়েছে। মামলাটি এখনো নিম্ন আদালতে রয়েছে। এই মামলার সাক্ষ গ্রহণও এখন পর্যন্ত শুরু হয়নি। সেরনিয়াবাত হত্যা মামলারও এখন পর্যন্ত তদন্ত শেষ হয়নি। যার ফলে চার্জশিটও দাখিল করা হয়নি।

আওয়ামী লীগ সরকারের পৌনে পাঁচ বছর সময়কালে বঙ্গবন্ধু হত্যা সহ বিভিন্ন হত্যা মামলার বিচার নিষ্পত্তি করতে পারেনি। এটা কি তাদের ব্যর্থতা না ইচ্ছাকৃত ঝুলিয়ে রাখা? আপাত দৃষ্টিতে এটি আওয়ামী সরকারের ব্যর্থতা মনে হলেও আসলে তারা ইচ্ছাকৃত ভাবেই মামলাগুলোর নিষ্পত্তি চায়নি।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার আগে '৭৫ থেকে '৯৬ পর্যন্ত ২১ বছর দল টিকে থাকার একমাত্র পুঁজি হলো বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার। তারা দীর্ঘ ২১ বছর বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার চেয়ে সারাদেশে জনমত সৃষ্টি করেছে এবং '৯৬ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে তারা ক্ষমতায় গিয়েছে।

২১ বছর ক্ষমতার বাইরে থাকার পরও আওয়ামী লীগ মূলত টিকে ছিল বঙ্গবন্ধুর নামের ওপর। বঙ্গবন্ধুর হত্যা এদেশে অনেকেই মেনে নিতে পারেনি। অনেকেই চেয়েছে এর বিচার হোক। এছাড়া শেখ হাসিনা '৯৬-এর নির্বাচনের আগে যখন বল্লেন অতীতে যে ভুল ত্রুটি ছিল এবার নির্বাচিত হলে তা আর থাকবে না। অতীত ভুল স্বীকার করা এবং বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার দাবি, আওয়ামী লীগকে '৯৬-এর নির্বাচনে বিজয়ী করে।

এ কারণে এবারের নির্বাচনেও তারা বঙ্গবন্ধু হত্যা বিচারটি পুঁজি করতে চাচ্ছে। কেননা তাদের বর্তমান রাজনীতিতে অনেক ত্যাগী কর্মী হতাশ ও দল থেকে দূরে সরে গেছেন। তাদের উদ্বুদ্ধ এবং ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষে বিচারটির নিষ্পত্তির দাবিটি সামনে নিয়ে আসবে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি এদেশের জনগণের কাছে উত্থাপন করবে। এবার আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণার প্রধান বিষয় হবে আরেকবার নির্বাচিত না করা হলে বঙ্গবন্ধু হত্যা সহ কোনা হত্যার বিচার কার্যকর করা সম্ভব হবে না।

আওয়ামী লীগের বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা পুজির কৌশল এবার জনগণ কতটা গ্রহণ করবে তা জনগণের ব্যাপার। কিন্তু ডুমরাবান্দা বাজারের মিয়া চান বেপারির মতো অনেকের মনেই প্রশ্ন, আওয়ামী লীগ কি আসলেই বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার চায়? না দলকে টিকিয়ে রাখা এবং নির্বাচনে জয়লাভের জন্য বঙ্গবন্ধুর রক্তকে কাজে লাগায়?

শারদ রহমান

এদিকে নির্বাচনী প্রচারণার সাথে হাওয়া জোরে বওয়াবার জন্য আওয়ামী লীগ সংসদের শেষ অধিবেশনে বিচারবিভাগকে পৃথকীকরণ, রেডিও-টিভির স্বায়ত্তশাসন, অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলের বিল তুলতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাদের প্রচার হবে, তাদের ক্ষমতায় ফিরিয়ে দিয়ে এসব বিলকে আইনে প্রণীত করার সুযোগ দেয়ার জন্য। এভাবে তারা আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী ও সংখ্যালঘু ভোটকে তাদের পক্ষে রাখতে চাচ্ছে।

নির্বাচনের সময় ঠিক কখন হচ্ছে অথবা সরকার পদত্যাগ করছে কিনা সেটা নিশ্চিত না হলেও দেশে আন্দোলনের বদলে নির্বাচনেরই হাওয়া বইছে। এই হাওয়া বদলের হাওয়ায় কয়েক মাসে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হবে। তার জন্যই সবার অপেক্ষা।

জন্ম : ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪
গ্রামের বাড়ি : বরিশাল
শিক্ষা : বি.এ (অনার্স), এম.এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতোকত্তর, জনপ্রশাসন এবং উন্নয়ন অর্থনীতির ডিপ্লোমা, ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য।

সম্মাননা : ফেলো, সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ফেলো, ইস্ট ওয়েস্ট সেন্টার (Poet in residence) হাওয়াই, যুক্তরাষ্ট্র।

পেশা : জাতীয় সরকারের প্রশাসক, সচিব, রাষ্ট্রদূত এবং মন্ত্রী। আন্তর্জাতিক-সহকারী মহা-পরিচালক বিশ্ব খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা, জাতিসংঘ।

সাম্প্রতিক দায়িত্ব : চেয়ারম্যান বাংলাদেশ সেন্টার অফ এ্যাডভান্সড স্টাডিজ, কবিতা এবং কবিতার কলাম লেখা।

কবিতা পুরস্কার : বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক।

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : সাত নরী হার, কখনো রং কখনো সুর, কমলের চোখ, আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি, সহিষ্ণু প্রতীক্ষা, বৃষ্টি এবং সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা, আমার সময় আমার সকল কথা, খাঁচার ভেতর অচিন পাখি।

ইংরেজিতে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

১. Yellow Sand Hills China through Chingis Eys.

২. Rural Development : Problems and Prospects.

৩. Creative Development.

৪. Food and Faith.

বিদায় কিংবদন্তীর কথক

১ ৯ ৩ ৪ - ২ ০ ০ ১

চলে গেলেন কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। বন্ধুদের কাছে তিনি ছিলেন ছেন্টু, তরুণ গুণমুগ্ধদের কাছে 'ছেন্টু' ভাই। জন্মেছিলেন বরিশালে, ১৯৩৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। চলে গেলেন ২০০১ সালের ১৯ মার্চ বিকেল ৩টা ২০ মিনিটে। বাঙালির জীবনে ৬৭ বছরের জীবনকাল একজীবনের জন্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত সময়কাল ধরা হয়। কিন্তু একজন সৃজনশীল ঐতিহ্যবাহী এবং এখনও সৃজনক্ষম মানুষের হঠাৎ চলে যাওয়া, আমাদের প্রচন্ড ধাক্কা দেয়। বাংলা কাব্য সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নেয়া, মনস্বী অনুশীলনে নিজস্ব কাব্য ভাষা নির্মাণকারী এই কবির প্রয়াণ এক অপূরণীয় ক্ষতির সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেলেন। ব্যক্তিজীবনে সদালাপী, সজ্জন, মেধাবী ছাত্র, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, মন্ত্রী, উপদেষ্টা আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ একজন সফল মানুষ। কিন্তু কোথাও খাদ না থাকা মানুষটি বিপন্ন বিস্ময়ে জড়িয়ে নিলেন নিজেকে মানুষের শুদ্ধতম শিল্প কাব্য চর্চায়। সমাজ বিশ্লেষণে তীক্ষ্ণতম মানুষ ওবায়দুল্লাহ। তার তীব্র বিশ্বাস ছিল সমন্বিত মানুষের সংঘবদ্ধ ইতিবাচক শক্তিতে। তার ৯টি গ্রন্থ– সাতনরী হার, কখনো রঙ কখনো সুর, কমলের চোখ, আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি, সহিষ্ণু প্রতীক্ষা, বৃষ্টি এবং সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা, আমার সময়, আমার সকল কথা, খাঁচার ভেতর অচিন পাখি– এই বিশ্বাসেরই সাক্ষ্য দেয়। তার জীবৎকালে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের আন্দোলন তাকে দারুণভাবে আলোড়িত করেছিল। তার কাব্য স্ফূরণ '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত অবিস্মরণীয় বই 'একুশে ফেব্রুয়ারি সংকলন' প্রকাশিত হয়। এই বইটিতেই আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর মহান কবিতা 'মাগো ওরা বলে' প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই মনস্বী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই কবিতা। সহজ-সরল কিন্তু সুগ্রথিত বিষণ্ন প্রবহ এই কবিতা আজও একুশে অনুষ্ঠানে অবশ্য পাঠ্য। তার কবিতায় জনসংগঠনের আহ্বান ছিল, কিন্তু সেটা উচ্চকিত স্লোগানমুখী নয়, বরং আত্মশক্তিতে বলিয়ান মগ্ন মানুষের সংহতির আহ্বান। প্রবল বিশ্বাসের আধুনিকায়ন, পূর্ব পুরুষের মহত্তম সংগ্রামে উদ্দীপ্ত ওবায়দুল্লাহ যেমন শুনিয়েছেন স্তোত্র মার্গের কিংবদন্তি, তেমনি গ্রামীণ নিসর্গ, উদাস মাঠ, পল্লীবধূ, চাপিলা, কাজলী মাছ প্রতীকী হয়ে বার বার ফিরে এসেছে তার কবিতায়। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র রাষ্ট্রদূত হয়ে বিদেশে অবস্থান বা নিতান্ত শহরবাসী হয়েও তার

আকাঙ্ক্ষা বার বার ফিরে গেছে বাংলার পল্লী প্রকৃতিতে। নদীর দেশের মানুষ তিনি, নদীর মুক্ত উদার আহ্বান কখনো উহ্য থাকেনি তার কবিতায়। তার কাব্যের এক ব্যাকুল আকুতি মাকে নিয়ে। একজন আধুনিক মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার শৈশব। মায়ের স্নেহাঞ্চলের দুরন্ত শৈশব ছিল তার কবিতার অন্যতম উপজীব্য।

কাব্য ভাষা নির্মাণে তিনি ছিলেন প্রখর সাতন্ত্র্যবাদী। কখনো লোকায়ত, কখনো তৎসম, তদ্ভব অলংকৃত। তার অমোঘ মন্ত্রোচ্চারণ আমাদের আন্দোলিত করে।

'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি
আমি আমার পূর্ব পুরুষের কথা বলছি,
তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল
তাঁর পিঠে রক্তজবার মত ক্ষত ছিল।
তিনি অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন
অরণ্য এবং স্বাপদের কথা বলতেন
পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন,
তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।'

মহাকাব্যিক বিস্তৃতিতে তার কবিতার বিকাশ, কিন্তু বাংলা কবিতার ঐতিহ্যবাহী ধারা বিশ্বস্ত অনুসারী তিনি।

তিনি বলতে পারেন—
কুঁচবরণ কন্যা তোমার
মেঘবরণ চুল,
চুলগুলো সব ঝরেই গেলো
গুজবো কোথা ফুল।
অথবা
কন্যে তোমার গায়ে হলুদ
তত্ত্ব এনেছি
পোড়া চোখের কালি দিয়ে
কাজল এঁকেছি!
অথবা
কুমড়ো ফুলে ফুলে
নুয়ে পড়েছে লতাটা।
সজনে ডাঁটায়
ভরে গেছে গাছটা
আর আমি
ডালের বড়ি শুকিয়ে রেখেছি।
খোকা, তুই কবে আসবি?
অথবা
যা কি শালিক পাখি?
খয়রী শাড়িতে তাঁর
হলুদের ছোপ্
অথবা
কমলকে চেন তুমি;
সুঠাম সুন্দর দেহ
প্রদীপ্ত চোখ
দুপুর রোদের মত
তীব্র প্রখর।
একটা বুলেট
কমলের ডান চোখ
ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।
অথবা
একতাল মাটি
কখনো স্তূপীকৃত কখনো বিক্ষিপ্ত
প্রায় চোখ প্রায় ঠোঁট প্রায় গোলাপের মত।
যেখানে চোখ ছিল
সেখানে অন্ধ গোলক
যেখানে গান ছিল
সেখানে শূন্যবৃত্ত
যেখানে গোলাপ ছিল
সেখানে নিঃশ্বাসের অস্থি
যেখানে চরণ ছিল
সেখানে শুকনো পাতা—
শুকনো পাতা ছাড়া কোনো ছায়া নেই
শামুকে ধার ছাড়া কোনো সঙ্গী নেই
এবং আমি নিঃসঙ্গ ধূধূ।

এমনি অসংখ্য নির্মাণে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কাব্য সুষমা। যখন তিনি পরিণতির পুষ্টিতে যাচ্ছিলেন তখনই ঘটল তার মহাপ্রয়াণ।

হয়তো তিনি প্রস্তুতই ছিলেন। লিখে গেছেন—

'আমি এখন যাবার জন্য তৈরি
মৃত্যুর আগে
আমার পিতা যেমন
মুখ টিপে হেসেছিলেন
আমি তেমন প্রশান্ত
একমাত্র বিদায় নেয়া ছাড়া
আমার কারুর সঙ্গে
কোনো সম্পর্ক নেই...'

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

বুয়েট থেকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছি। সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী, উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি। পারিবারিক জীবনে অসুখী/ নিঃসঙ্গ নারীরা খোলামনে লিখুন। শুধুমাত্র বন্ধুত্বের প্রত্যাশায়।— মোর্শেদ, ২৩৩, নজরুল ইসলাম হল, বুয়েট, পলাশী, ঢাকা-১০০০, ফোন : ০১৮-২৩৮৭০৫ (অন রিকোয়েস্ট) ই-মেইল: Buet.boy@eudoramail.com

***

ঢাকার মিলি, ভালোবাসা দিবসে সেই অজানা, অচেনা, অনাবিষ্কৃত আমিই তোমার হৃদয় বাগানে ফোটাব ফুল। তোমায় ভালোবাসা দিবসে শুভেচ্ছা।— জয়, ১০৯/২, পূর্ব রায়ের বাজার, ১৫ নং ধানমন্ডি, ঢাকা

***

বন্ধুত্ব প্রত্যাশী। Gulshan, Banani, Dhanmondi-র সুন্দরী ও লম্বা মেয়েরা ফটো ও Bio-Data সহ লিখুন—Box Holder, P.o Box 23211, Alex, Va 22304, USA, Email: Usadhaka@Hotmail.com

***

পাত্র চাই : শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের নম্র, ভদ্র, উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের, বিএ (২৯) পাত্রীর জন্য যে কোনো সরকারি/ বেসরকারি সংস্থায় সম্মানজনক পেশায়/বিসিএস কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োজিত ভদ্র, শিক্ষিত পরিবারের আগ্রহী অবিবাহিত পাত্র (৩৫-৪০) চাই। গোপনীয়তা থাকবে। তথ্যসহ লিখুন: বিজ্ঞাপনদাতা, বক্স-৪৮, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

Seeking fun loving female for real friendship age, race, religion wouldn't be a great factor.Rush to: Islam M. Pob-46, Bogra-5800

***

পাত্রী চাই : সংকোচ,পারিপার্শ্বিকতা ইত্যাদি কারণে আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ের সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। অবশেষে পাকাপোক্ত সম্পর্ক (বিয়ে) করার জন্য এখন পাত্রী খুঁজছি। সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে এবং ছবিসহ সব কাগজপত্র ফেরত দেয়া হবে। আমার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : এক্স-ক্যাডেট, ইঞ্জিনিয়ার (বুয়েট), এমবিএ (আইবিএ), ২৯, ঢাকায় পৈতৃক বাড়িতে বসবাসরত, নামকরা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।— যোগাযোগ : বক্স নম্বর ২৬/০১, প্রযত্নে- দৈনিক প্রথম আলো, ৫২, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

***

পাত্রী চাই : পাত্রীকে হতে হবে অনিন্দ্য সুন্দরী (২২-২৭), শিক্ষিতা (উচ্চ-মাধ্যমিক), সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের প্রাণবন্ত এক মিষ্টি মেয়ে। থাকতে হবে দুধে-আলতা গায়ের রং, সুরেলা কণ্ঠস্বর, ভুবন মোহিনী হাসি, মাথায় দীঘল কালো চুল। টিভি ঘোষিকা ফারহানা চৌধুরী, অভিনেত্রী ঈশিতা, শবনম, শ্রাবন্তীর মতো। পাত্র চার্টার্ড একাউনন্টে (ইন্টার) চাকরিরত, সুদর্শন, মেধাবী।— 'আলম', বক্স নং-১৮৮, প্রযত্নে-সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা

***

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো সার্টিফিকেট, মোটামুটি মর্যাদাসম্পন্ন একটি পেশাগত অবস্থান আর কিছু সনাতন ব্যক্তিগত মূল্যবোধের অধিকারী হয়ে বিয়ে করার দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রত্যাশিত ক্ষণ মার্চ/২০০২। বোঝাপড়ার জন্য সুশিক্ষিতা, স্নিগ্ধা সুন্দরী, কোনো তরুণীকে আমন্ত্রণ।— দীপ্ত, বক্স নং-১৯১, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

Now tell me what do you do on your lonely moments or lesuire time? If you are an open minded, fun loving woman with different views or ideas and love something special then write me carefreely. You may get something more than your immaginations! Write with your best confiedience. –Advertiser. Box-164, 6/97 New Eskaton, Dhaka-1000